দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 26 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

# তিন বছরে ঝরে পড়েছে সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থী

## অর্থনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব

এম এইচ রবিন ●

মাত্র তিন বছরে লেখাপড়া ছেড়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৭৮ শিক্ষার্থী। এ শিক্ষার্থীরা ২০১৩ সালে প্রাথমিক স্কুল ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করত। কিন্তু সেখান থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আসতেই ঝরে পড়েছে। শিক্ষাবিদদের মতে, এর জন্য দায়ী অর্থনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সরকারের নানা উদ্যোগেও কাঙ্ক্ষিত সুফল আসছে না। বিষয়টিকে রাষ্ট্রীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে সমাধানে সরকারকে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন তারা।

আগামী ১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে চলতি বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। স্কুল ও মাদ্রাসার প্রায় ২৪ লাখ ১০ হাজার ১৫ শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ বছর যারা জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা দেবে, তারাই ২০১৩ সালে পঞ্চম শ্রেণি ও এবতেদায়ি শিক্ষার্থী ছিল। ওইসময় তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন। তাদের মধ্য থেকে তিন বছরে লেখাপড়া ছেড়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৭৮ জন। হিসাব অনুযায়ী গড়ে ১৮ দশমিক ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, এই বয়সী শিশুদের বিদ্যালয় ছাড়ার অন্যতম কারণ পরিবারের আর্থিক দুর্বলতা। এখন শিক্ষা উপকরণ থেকে শুরু করে প্রাইভেট কোচিং, গাইড বই সবকিছু মিলিয়ে বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে শিক্ষা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এ ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। লেখাপড়ার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক নেই। লেখাপড়া দিয়ে বেকারত্ব দূর হবে– এমনটিও এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

## তিন বছরে ঝরে পড়েছে সাড়ে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে সমস্যাটা অর্থনৈতিক।

তিনি আরও বলেন, কন্যাশিশুরা স্কুল ছাড়ছে বেশি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে। ইভটিজিংয়ের শিকার কন্যাশিশুরা স্কুলবিমুখ। অনগ্রসর এলাকায় এখনো বাল্যবিয়ে পুরোপুরি রোধ করা যায়নি। এতে অনেক কন্যাশিশু স্কুল থেকে ঝরে যায়। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির মধ্যে এই শিশুরা ১০ থেকে ১৩ বছর বয়সী। এ ছাড়া পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে উপার্জনের জন্য তাদের ছুটতে হয়। কেউ বাবার সঙ্গে জমিতে কাজ করে। কন্যারা মায়ের সঙ্গে পরিবারের কাজ করে। স্কুল থেকে বাড়িতে পরিবারের কাজে সহযোগিতা বা ভিন্নভাবে রোজগার করাকে লাভজনক মনে করেন অভিভাবকরা।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মনে করেন, ঝরে পড়া সমস্যার মূলে যেতে চাইছে না সরকার। এত শিক্ষার্থী কোথায় হারিয়ে গেল, কেন হারিয়ে গেল– তাও বুঝতে চাচ্ছে না। বরং সরকার হৈহুল্লোড় করছে জিপিএ-৫ নিয়ে। ঝরে পড়াকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে সমাধানে সরকারকে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

শিক্ষাবিদ ও ব্যানবেইসের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক একরামুল কবির বলেন, শিক্ষার্থীরা পঞ্চমের পর ষষ্ঠ শ্রেণিতে এসে নতুন কারিকুলামের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। একজন শিক্ষার্থী মাত্র ৬টি বই পাঠ শেষে পঞ্চম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষা দেয়। এরপরের বছরই তার বই ১৩-১৪টি হয়ে যায়। এই যে কারিকুলাম, এতেও অনেক শিশু নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। বিদ্যালয় ভীতি দেখা যায়। দেশে অনেক শিশু শ্রমিক আছে। তিনি বলেন, মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণে শতকরা হার বাড়লেও এদের ঝরেপড়ার হারও বেশি। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। যেন দরিদ্র অভিভাবকরা কাজ পান এবং সন্তানদের কাজে না লাগান। বিশেষ করে চরাঞ্চল, হাওর, পাহাড়ি এলাকার চিত্র খুবই উদ্বেজনক। দুর্গম এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দূরত্ব বেশি হওয়ায় অনেকেই লেখাপড়া বাদ দিয়ে কাজে যাচ্ছে।

শিশুদের স্কুল ছাড়ার তথ্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, সরকারের নানামুখী উদ্যোগের কারণে ঝরেপড়া কমেছে। সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে উপবৃত্তি প্রদান, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস চালু, কন্যাশিশুদের বাল্যবিয়েতে নিরুৎসাহিত করা, মিড ডে মিল চালু ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ৬১টি জেলার পিছিয়ে পড়া ১২৫টি উপজেলার ৫৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ভীতি দূর করতে অতিরিক্ত ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি সরকার তিন পার্বত্য জেলা ও চরাঞ্চলে আবাসিক স্কুল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। পর্যায়ক্রমে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) মাধ্যমে জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় শহরে মানসম্মত আবাসিক স্কুল নির্মাণ করা হবে। এজন্য ডিটেইল প্রজেক্ট প্ল্যান (ডিপিপি) তৈরির কাজ করছে মাউশি।